দৈনিক ইনকিলাব

JAN 15 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২

প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে সরস্বতীর পায়ের নিচে কুরআনের আয়াত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণী অর্চনা ১৪০৫-এর আমন্ত্রণপত্রে সরস্বতীর দেবীর মূর্তির ঠিক পায়ের নীচে পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত মনোগ্রাম মুদ্রিত করায় প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কায়েস উদ্দীন আমন্ত্রণলিপিতে পবিত্র কুরআনের যে অবমাননা করেছে তা এদেশের ১২ কোটি মুসলমানের ঈমান ও আকিদায় আঘাত করেছে।

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক এক বিবৃতিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক আমন্ত্রণপত্রে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন,

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিসি'র এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ অমার্জনীয় অপরাধ। তিনি এক বিবৃতিতে ভিসি'র অপসারণ দাবী করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করার তীব্র প্রতিবাদে আজ বাদ জুমা জামায়াতে ইসলামী পুরানা পল্টন মোড় থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ বের করবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করায় আরো যেসব নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন তারা হচ্ছেন— বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব এ আর এম আব্দুল মতিন ও সম্মিলিত ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ।

কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। এদিকে ইসলামের অবমাননাকারীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইসলামী ছাত্রশিবির ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং সকাল ১১টায় ঝিনাইদহের ডিসি অফিস ঘেরাও এবং স্মারকলিপি প্রদান করে। কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে বাবর আলী গেটে এসে শেষ হয়। ঝিনাইদহ ডিসি অফিস ঘেরাও-এর পূর্বে ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে ছাত্রশিবিরের ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি মোঃ রবিউল বাশারের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, দেশে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী নীলনকশার অংশ হিসেবে ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোঃ কায়েস উদ্দিন এর পৃষ্ঠপোষকতা করে চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। বক্তাগণ অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন। বক্তাগণ বলেন, এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে দেশের ১২ কোটি তৌহিদী জনতা এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

আজ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

২২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য বাণী অর্চনা ১৪০৫ আমন্ত্রণলিপিতে সরস্বতী দেবীর মূর্তির ঠিক পায়ের নিচে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম"-পবিত্র কুরআনের এ আয়াত সম্বলিত মনোগ্রাম মুদ্রিত করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কায়েস উদ্দিন পবিত্র কুরআনের যে অবমননা করেছেন, তার প্রতিবাদে এবং ভিসি কায়েস উদ্দিনের অপসারণ ও বিচারের দাবীতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আজ ১৫ জানুয়ারী (শুক্রবার) সারাদেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত এ কর্মসূচী সফল করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংগঠনের সকল শাখা ও দেশবাসী সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে।